বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) অবদান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি করে যাওয়া ধারা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে, তিনি বাংলা গল্পে এক রুঢ়, বাস্তববাদী এবং মনস্তাত্ত্বিক জগতের উন্মোচন করেন। তিরিশের দশকের কল্লোল-প্রগতির যুগের অন্যতম প্রধান এই রূপকার মানুষের অবচেতন মনের জটিলতা এবং ফ্রয়েডীয় ও মার্ক্সীয় দর্শনের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে।

'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৯২৮) মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দে কথাসাহিত্য জগতে পদচারণা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পে গুলি হল -'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'বৌ' (১৯৪৩, মতান্তরে ১৯৪০), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদপোড়া' (১৯৪৫), 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'খতিয়ান' (১৯৪৭), 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮), 'ছোটবড়' (১৯৪৮), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওলা' (১৯৫৩), 'লাজুকলতা' (১৯৫৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

১. নির্মম বাস্তববাদ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর নগ্ন ও নির্মম বাস্তববাদ। রোমান্টিকতার সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করে তিনি সমাজ ও মানুষের এমন এক রূপ দেখিয়েছেন, যা এর আগে বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ ছিল।

২) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা: তাঁর গল্পে ক্ষুধা কেবল শারীরিক চাহিদা নয়, বরং এক আদিম ও বিধ্বংসী শক্তি।

৩) যৌনতা ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব: মানুষের অবচেতন মনের গোপন কামনা, যৌনলিপ্সা এবং ফ্রয়েডীয় তত্বকে তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গল্পে রূপ দিয়েছেন।

৪) শ্রেণিসংগ্রাম ও মার্ক্সবাদ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের উত্তরপর্বে প্রত্যক্ষভাবে মার্ক্সীয় দর্শনে দীক্ষিত হন যার প্রভাব তাঁর গল্পে স্পস্ট হয়েছে।

৫) মধ্যবিত্তের জটিল জীবন যন্ত্রণা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, নীচতা ও পাশবতা ও হিংস্রতার রূপ ধরা পড়েছে। ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের আপাত ভদ্রতার আড়ালে যে হিংস্রতার রূপ আছে তা উদঘাটিত হয়েছে তাঁর গল্পে।

৬) রাজনৈতিক পট পরিবর্তন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যা অস্থিরতা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে স্পষ্ট হয়েছে। দাঙ্গা জর্জরিত জীবন, লঙ্গরখানা, ব্ল্যাক মার্কেট অধ্যুষিত পরিবেশে লেখক মানুষের সুস্থ জীবন উপভোগের ইচ্ছা ও সংগ্রামের রূপকে যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

৭) চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব: মানিকের গল্পের চরিত্ররা তথাকথিত 'ভদ্রলোক' সমাজের প্রতিনিধি নয়। তিনি আলো ফেলেছেন সমাজের অন্ধকার গলিতে, যেখানে বাস করে চোর, ডাকাত, কুষ্ঠরোগী, পতিতা, মেথর এবং চরম দরিদ্র মানুষ।

৮) আঙ্গিক ও ভাষা শৈলী: মানিকের ভাষা অত্যন্ত মেদহীন, তীক্ষ্ণ এবং ধারালো। তিনি গল্পে কোনো বাড়তি অলংকার ব্যবহার করতেন না।

তাঁর প্রকাশিত ছোটগল্পের মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল-

১) অতসী মামী: রোমান্টিকতার স্পর্শ থাকলেও মনস্তাত্বিক জটিলতার আভাস ছিল।

২) প্রাগৈতিহাসিক: চরম বাস্তববাদ ও আদিম প্রবৃত্তি।

৩) সরীসৃপ: মানুষের ভেতরের সরীসৃপসুলভ কুৎসিত মনস্তত্বের প্রকাশ।

৪) আজকাল পরশুর গল্প: দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও সামাজিক ভাঙনের দলিল।

৫) ছোটবকুলপুরের যাত্রী : মার্ক্সীয় ভাবাদর্শ ও গণ-আন্দোলনের পটভূমি।

বাংলা ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান কেবল একটি যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা চিরকালীন। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যকে ভিন্নতর মাত্রা দান করেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্বের অতলান্ত অন্ধকার এবং সমাজের অর্থনৈতিক শোষণের যে চালচিত্র তিনি এঁকে গেছেন, তা আজও সমসাময়িক এবং প্রাসঙ্গিক।